চুয়াডাঙ্গা বিতরণ কেন্দ্রে দায়িত্বরত আনসার সদস্যকে পিটিয়ে জখম

চুয়াডাঙ্গা ওয়েস্টজোন পাওয়ার ডিসট্রিবিউশন কোম্পানী’র (ওজোপাডিকো) নিরাপত্তারক্ষী আনসার সদস্য ইউসুপ আলীকে শারীরিকভাবে লাঞ্চিত কেও জখম করেছে চুয়াডাঙ্গা মসজিদ পাড়ার কয়েক যুবক।

কনিবার সকালে এ ঘটনা ঘটে। এ ব্যাপারে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় দু’জনের নাম উল্লেখ কেও অজ্ঞাত আরো কয়েক নামে সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চুয়াডাঙ্গা সদও থানার অফিসার ইনচার্জ আবু জিহাদ মো.ফকরুল আলম খান।

সাধারণ ডায়েরি সুত্রে জানা গেছে, শনিবার চুয়াডাঙ্গা ওয়েস্টজোন পাওয়ার ডিসট্রিবিউশন কোম্পানী’র(ওজোপাডিকো) নিরাপত্তারক্ষী আনসার সদস্য ইউসুপ আলী যথারীতি দায়িত্ব পালন করছিলেন। সকাল আনুমানিক পৌনে ৯টার দিকে চুয়াডাঙ্গা মসজিদ পাড়ার বিল্লাল হোসেনের ছেলে টিপু ও আব্দুর রশীদের ছেলে রাসেলসহ কয়েক জন যুবক মদ্যপ অবস্থায় বিদুৎ বিতরণ কেন্দ্রে প্রবেশ করেন।

আনসার সদস্য তাদের গতিরোধ করে কোথায় যাবেন জিজ্ঞেস করলে যুবকরা অফিসারদেও নামে গালি-গালাজ করতে থাকেন। তারাআনসারসদস্যকে উপেক্ষাকরেসংরক্ষিতএলাকারদিকে দ্রুতযাওয়ার চেষ্টা করেন। আনসার সদস্য ইউসুপ আলী বাঁধা দিলে রাসেল ও টিপুসহ অজ্ঞাত আরো কয়েকজন তাকে দু’দফা মারধর করে।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা ওয়েস্টজোন পাওয়ার ডিসট্রিবিউশন কোম্পানী (ওজোপাডিকো)’র নির্বাহী প্রকৌশলী মো.ময়নুদ্দিন বলেন, ‘নিরাপত্তা রক্ষীর দায়িত্ব পালনকারী আনসার সদস্য ইউসুপ আলীর একটি চোখে বেশ আঘাত লেগেছে। সরকারী দায়িত্ব পালনকালে এধরণের ন্যাক্কার জনক ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং আইন অনুযায়ী দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানাচ্ছি।

খোকসা উপজেলা আ’লীগ নেতার হুমকিতে কর্মস্থল ছাড়লেন ইউএনও

কুষ্টিয়ার খোকসায় এক প্রভাবশালী আওয়ামী লীগ নেতার বিরুদ্ধে অসৌজন্যমূলক আচরণের পাশাপাশি হুমকি দেওয়ার অভিযোগ আনেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মৌসুমী জেরীন কান্তা।

গত ৩ মে তিনি এর প্রতিকার চেয়ে জেলা প্রশাসক আসলাম হোসেনের কাছে একটি চিঠি দেন। এরপর এক মাস পরেই তিনি বদলি হয়ে চলে যান। অভিযোগ রয়েছে প্রভাবশালী মহল সুবিধা না পেয়ে তাকে বদলি করে দেন।

তবে অন্য একটি সূত্র জানিয়েছে, ইউএনও হিসেবে উপজেলায় যোগ দিয়ে নানা অনিয়মে জড়িয়ে পড়ার পর তাকে বদলি করে দেওয়া হয়। তবে সে সময় ওই ইউএনও অব্যাহত হুমকির মুখে নিজের নিরাপত্তার জন্য বাসায় দুইজন গ্রাম পুলিশ নিয়োগ দেন।

ইউএনও মৌসুমী জেরীন কান্তা স্বাক্ষরিত চিঠিতে তিনি লেখেন, এপ্রিলে কুমারখালী উপজেলার সহকারি কমিশনার (ভূমি) এর করোনা পজেটিভ আসায় এক আদেশে জেলার সব উপজেলার ইউএনও ও সহকারি কমিশনারদের করোনা পরীক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়। এরপর গত ২৯ এপ্রিল ডাক্তার-নার্সসহ একটি টিম স্যাম্পল নিতে তার দপ্তরে আসেন। সে সময় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তারা তার কক্ষে উপস্থিত থাকায় মেডিক্যাল টিমকে এক ঘন্টা বসিয়ে রাখা হয়।

এমন সময় বেতবাড়িয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বাবুল আখতার উপস্থিত হন। মেডিক্যাল টিম অপেক্ষমান থাকায় তাকে পরের দিন আসতে বলি। তারপরও তিনি কক্ষ ত্যাগ না করে সেখানেই বসে থাকেন। পরে চেয়ারম্যান ও তার লোকজনকে অপক্ষো করতে বলে বাসা থেকে স্যাম্পল দিয়ে আসার কথা জানান ইউএনও।

চিঠিতে ইউএনও আরও বলেন, এ সময় সিঁড়ি দিয়ে নামতে অনেক সরকারি কর্মকর্তাদের সামনে চেয়ারম্যান বাবুল আখতার আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে শিষ্টাচারবর্জিত কথা বলতে থাকেন। চেয়ারম্যান উচ্চস্বরে বলেন, আমি কেন কালকে আসব, আমার কথা এখনই শুনতে হবে। বাবুল আখতার

চেয়ারম্যানের পাশাপাশি উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হওয়ায় রাজনৈতিকভাবে প্রভাব বিস্তার করেন বলেও চিঠিতে উল্লেখ করেন ইউএনও। বাবুল যে ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সেই ইউনিয়নে হতদরিদ্রদের তালিকা তৈরি ও ত্রাণ বিতরণে অনিয়মের একটি অভিযোগ জেলা প্রশাসকের মৌখিক নির্দেশে তখন তদন্ত চলছিল।

বাবুল আখতারের সাথে সেদিনকার ঘটনার পর থেকে ইউএনও মৌসুমী জেরীন অনাকাঙ্খিত নানা পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছেন বলে চিঠিতে জানান। এছাড়া তাকে মোবাইল ফোনে কল করে বিভিন্ন তথ্য চাওয়া হতো। পাশাপাশি বাসায় ত্রাণের চাল আছে কিনা জানতে চাওয়া হয়। তার বিরুদ্ধে খারাপ রিপোর্ট করার হুমকি দেয়া হতে থাকে। বাসার সামনে বিভিন্ন সময় অজ্ঞাত লোকজনের আনাগোনায় তিনি ভীত হয়ে পড়েন।

এ অবস্থায় তার বাসাসহ আশেপাশের আবাসিক লোকজনের নিরাপত্তার জন্য দুইজন গ্রাম্য পুলিশ নিয়োগ করেন। এ বিষয়ে প্রতিকার চেয়ে তিনি জেলা প্রশাসকের কাছে চিঠি দেন। তবে এ চিঠির বিষয়ে কোনো তদন্ত না হওয়ায় ভয়ে কর্মস্থল ছেড়ে চলে যান ইউএনও। তার স্থলে যোগ দেন মেজবাহ উদ্দিন। তিন থেকে চার মাস তিনি এ উপজেলায় ছিলেন। তবে একটি সূত্র জানায়, আদিবাসীদের বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থ লুটপাটসহ করোনা প্রকল্পের অর্থ নয়ছয় অভিযোগ ওঠায় তিনি চলে যান।

উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও বেতবাড়িয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বাবুল আখতার বলেন, ইউএনও’র সাথে তিনি কোনো খারাপ ব্যবহার করেননি। বরং ইউএনও চেয়ারম্যানদের সাথে খারাপ ব্যবহার করতেন। তার বিরুদ্ধেই নানা অভিযোগ ছিল অনিয়মের। এ কারণে তিনি বদলি হয়ে চলে যান।

জেলা প্রশাসক আসলাম হোসেন বলেন, বিষয়টি আমাকে অবহিত করে একটি চিঠি দেন তখনকার ইউএনও। এরপর চেয়ারম্যানকে তলব করা হয়। পরে তিনি দুঃখ প্রকাশ করে মাফ চেয়ে নেন।

সুন্দরবনের প্রজনন কেন্দ্রে কুমির পিলপিলের ডিম থেকে বাচ্চা ফুটেছে

বাগেরহাটের পূর্ব সুন্দরবনের করমজল বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্রে লবণ পানি প্রজাতির কুমির পিলপিলের ৪৪টি ডিমের মধ্য থেকে মাত্র ৪টি থেকে বাচ্চা ফুটেছে। গত ১২ জুন প্রজনন কেন্দ্রের পুকুর পাড়ে কুমির পিলপিল ৪৪টি ডিম পাড়ার পর ডিমগুলো সংগ্রহ করে তার মধ্য থেকে ২১টি ডিম বাচ্চা ফুটানোর জন্য পুকুর পাড়ে পিলপিলের ডিম পাড়ার বাসায়, ১২টি পুরাতন ইনকিউবেটরে আর ১১টি নতুন ইনকিউবেটরে রাখা হয়।

এরমধ্যে আজ শনিবার সকালে নতুন ইনকিউবেটরে রাখা ১১টি ডিমের মধ্য থেকে ৪টি বাচ্চা ফুটে বের হয়। সাম্প্রতিক সময়ে জোয়ারের পানিতে প্রজনন কেন্দ্রের পুকুর পাড়ে পিলপিলের ডিম পাড়ার তা দেয়ার বাসা ডুবে যাওয়ায় সেখানে থাকা ২১টি ডিমসহ পুরাতন ইনকিউবেটনে রাখা ১২ ডিমের সব নষ্ট হয়ে যায়। এর আগে গত ২৯ মে অপর কুমির জুলিয়েট ৫২টি ডিম পাড়লেও তা থেকে কোন বাচ্চা ফোটেনি।

এবার কুমির পিলপিলে ৪৪টি ডিমের মধ্য থেকে ৪টি বাচ্চা ফোটায় আশার আলো দেখছেন সুন্দরবন বিভাগ। এক বছর আগে জুলিয়েট ও পিলপিরের সাথে রোমিও নামের বয়স্ক পুরষ কুমিরটিকে সরিয়ে আলেকজান্ডার নামে নতুন একটি যুবক কুমির রাখায় পিলপিলের ডিম থেকে বাচ্চা ফুটেজে বলে জানিয়েছেন কুমির প্রজনন কেন্দ্রের কর্মকর্তারা। শনিবার পিলপিলের ডিম থেকে ফুটে বের হওয়া ৪টিসহ কুমির প্রজনন কেন্দ্রের মোট কুমিরের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৯৯টিতে।

কুমির প্রজনন কেন্দ্রে পিলপিল ও জুলিয়েট নামক দুইটি নারী কুমির দিয়েই প্রজনন কার্যক্রম চলে আসছে। এরমধ্যে গত ২৯ মে জুলিয়েট ৫২টি ডিম দিলেও তা থেকেও কোন বাচ্চা ফুটেনি।

সুন্দরবনের চাঁদপই রেঞ্জের করমজল বন্যপ্রাণী প্রজনন ও পর্যটন কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আজাদ কবির জানান, আজ (শনিবার) সকালে নতুন ইনকিউবেটরে রাখা ১১টি ডিমের মধ্য থেকে ৪টি বাচ্চা ফুটেছে। ২০২০ সালে পিলপিল ৪৪টি আর জুলিয়েট ৫২টি ডিম দেয়। এরমধ্যে পিলপিলের ৪টি বাচ্চা হলেও জুলিয়েটের ডিম থেকে কোন

বাচ্চা আসেনি। গত ২০১৭, ১৮ ও ১৯ সালে পিলপিল ও জুলিয়েটের ডিম থেকে একটিও বাচ্চা ফুটেনি।

তবে এ কারণে তিনি যথা সময়ে সঠিক তাপমাত্রা না পাওয়া ও কেন্দ্রের ইনকিউবেটরের ক্রুটিকেই দায়ী করছেন। এবারের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগেয়ে আগামীতে নশংন-নতুন ইনকিউবেটরে রেখে কুমিরের ডিম থেকে অধিক পরিমাণ বাচ্চা ফোটানো সম্ভব হবে।

মূলত সুন্দরবনে বিলুপ্তপ্রায় লবণ পানির প্রজাতির কুমিরের প্রজনন ও বংশ বিস্তারের লক্ষ্যেই ২০০০ সালে করমজলে এই কুমির প্রজনন কেন্দ্রটি চালু করে বন বিভাগ। করমজলের কুমির প্রজনন কেন্দ্রে বর্তমানে ছোট বড় মিলিয়ে মোট ১৯৯ টি কুমির রয়েছে। এছাড়াও এ প্রজনন কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক ৯৭টি কুমির সুন্দরবনের নদ-নদীতে অবমুক্ত করেছে বন বিভাগ।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

ইউএনওর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে: মেডিকেল বোর্ড

দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ওয়াহিদা খানমের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে বলে জানিয়েছে তার চিকিৎসায় গঠিত মেডিকেল বোর্ড।

শনিবার দুপুরে বোর্ডের সদস্য সচিব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস অ্যান্ড হসপিটালে নিউরোসার্জারি বিভাগের অধ্যাপক জাহেদ হোসেন বলেন, ওয়াহিদা খানমের জ্ঞানের মাত্রা স্বাভাবিক মানুষের জ্ঞানের মাত্রার সমান। এখন উনি সবাইকে চিনতে পারছেন। কথা বলেছেন। স্বামীর সঙ্গেও কথা বলেছেন।

জাহেদ হোসেন আরও বলেন, তবে ওয়াহিদা খানমের শরীরের ডান পাশ অবশ। কবে উন্নতি হবে, তা বলা কঠিন। এ বিষয়টি বাদে ওনার অনেক উন্নতি হয়েছে। তাকে এখনো নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) রাখা হয়েছে।

তিনি আশঙ্কামুক্ত হয়েছেন কিনা, তা ৭২ ঘণ্টা পর নিশ্চিত করে বলা যাবে।

ওয়াহিদা খানমের চিকিৎসায় আট সদস্যের মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। বোর্ডের প্রধান করা হয়েছে রাজধানীর আগারগাঁও ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস অ্যান্ড হসপিটালের পরিচালক কাজী দীন মোহাম্মদকে।

গত বুধবার রাতে উপজেলা পরিষদ ক্যাম্পাসে ইউএনওর বাসভবনের বাথরুমের ভেন্টিলেটর দিয়ে বাসায় ঢুকে ওয়াহিদা ও তার বাবা ওমর আলীর ওপর হামলা করা হয়। এ ঘটনায় দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলা যুবলীগের আহ্বায়ক মো. জাহাঙ্গীর আলম এবং সদস্য আসাদুল ইসলামসহ চারজনকে পুলিশ ও র্যাব যৌথ অভিযান চালিয়ে আটক করে। পরে জাহাঙ্গীরকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতায় সংকট মোকাবিলা করে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ: মতিয়া চৌধুরী

আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য, সাবেক কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শিতার কারণেই শত সংকট মোকাবিলা করে বারবার ঘুরে দাঁড়াচ্ছে বাংলাদেশ। জাতীয় প্রেস ক্লাবের আব্দুস সালাম হল মিলানায়তনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আজ তিনি এ কথা বলেন।

করোনাসহ সকল সংকট মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রীর পাশে থাকতে দেশবাসীর প্রতি আহবান জানান বেগম মতিয়া চৌধুরী। বঙ্গবন্ধুর পলাতক খুনীদের দেশে ফিরিয়ে আনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কোনো সভ্য সমাজে তাদের জায়গা হতে পারে না। খুব শীঘ্রই খুনীদের দেশে ফিরিয়ে

এনে বিচারের মুখোমুখি করা হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পানিসম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম এমপি বলেন, বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শ তরুণ প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে তাদেরকে দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

বঙ্গবন্ধু দুস্থ কল্যাণ সংস্থার সভাপতি মাহাবুব হোসেনের সভাপতিত্বে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ নেতা এম এ করিম, ব্যারিস্টার জাকির আহমেদ, সাংবাদিক ছাত্রনেতা মানিক লাল ঘোষ, অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রোকন উদ্দিন পাঠান।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

গাংনী যুবদলের সাবেক সভাপতি’র পরিবারকে দলের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান

গাংনী উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে গাংনী উপজেলা যুবদলের সভাপতি ও জেলা বিএনপির সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য মরহুম আক্তারুজ্জামান আক্তারের রুহের মাগফিরাত কামনায় স্বরনসভা ও পরিবারের মাঝে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক মাস্টার এর সভাপত্বিতে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি সিরাজুল ইসলাম চেয়ারম্যান, আব্দুল হামিদ, আদনান মাস্টার, জেলা বিএনপির যুগ্ন সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক মোঃ আসাদুজ্জামান বাবলু, বিএনপি নেতা মোঃ আব্দুল্লাহ, জেলা কৃষকদলের সাধারন সম্পাদক ও ধানখোলা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আখের আলী, ষোলটাকা ইউনিয়নের

চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান।

মহিলা দলের সাধারন সম্পাদক লাইলা আক্তার বানু, উপজেলা মহিলা দলের সাধারন সম্পাদক নাজমা আক্তার, জেলা যুবদলের সহসভাপতি আব্দাল হক, গাংনী যুবদলের আহবায়ক চপল বিশ্বাস সদস্য সচিব মোঃ জাহিদ, গাংনী পৌর যুবদলের আহবায়ক সাইদুল হক, সদস্য সচিব এনামুল হক, পৌর যুবদলের সহ সভাপতি মোঃ জামালউদ্দীন ও জেলা ছাত্রদলের সহ সভাপতি সাজেদুর রহমান বিপ্লব এবং মরহুম আক্তারুজ্জামের ছোট ভাই সুজন উপস্থিত ছিলেন।

সঞ্চালনায় ছিলেন, জেলা যুবদলের সহ সভাপতি আব্দাল হক। সভাপতির বক্তব্য রেজাউল হক মাস্টার জানান, বিএনপির এই দুর্দিনে দল জাভেদ মাসুদ মিল্টনের নেতৃত্বে বিপদগ্রস্থ সকল নেতাকর্মীর পাশে থাকবে। আক্তারুজ্জামানকে বিএনপির নিবেদিত কর্মী ও নেতা উল্লেখ করে তার পরিবারের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেন।

তিনি বলেন আজ এই অনুষ্ঠানে জাভেদ মাসুদ মিল্টন আসার কথা থাকলেও পারিবারিক সমস্যার কারনে আসতে পারেননি। কয়েকদিন পর তিনি এসে এই পরিবাবের সাথে দেখা করবেন ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করবেন।

গাংনী উপজেলা বিএনপি ও বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের সহযোগিতায় আক্তারুজ্জামানের পরিবারকে ২লাখ টাকার আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেন। পরিবারের পক্ষ থেকে সুজন দলের সবাইকে এই পরিবারের পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান ।

গাংনীতে ৪ কেজি গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে ৪ কেজি গাঁজা সহ সাজাহান আলী মন্ডল নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে র্যাব।

শুক্রবার বিকাল ৪ টায় উপজেলার তেরাইল গ্রাম থেকে তাকে আটক করা হয়। সে কুষ্টিয়া জেলার দৌলৎপুর উপজেলার ডাঙ্গের বাজার এলাকার

আজিজুল হক মন্ডলের ছেলে।

র্যাব ৬ ঝিনাইদহ ক্যাম্পের এস আই বাবুল জানান,তেরাইল গ্রাম দিয়ে গাঁজা পাচার হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে ক্যাম্প কমান্ডার এএসপি শফিকুর রহমানের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে সাজাহান আলী মন্ডলকে আটক করা হয়।

এসময় তার কাছ থেকে ৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। আটককৃত’র বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মামলা দায়ের পূর্বক হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাংনী থানার ডিউটি অফিসার এস আই হাবিব জানান, র্যাব কর্তৃক আটককৃত আসামীকে মাদক মামলায় মেহেরপুর আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দগ্ধ ২৫ জনের অবস্থাও আশঙ্কাজনক

নারায়ণগঞ্জে মসজিদে বিস্ফোরণে দগ্ধদের মধ্যে এপর্যন্ত ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। দগ্ধ হয়ে এখনো শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন ২৫ জন। তবে তাঁদের অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউটের প্রধান সমন্বয়ক ডা. সামন্ত লাল সেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। বেশিরভাগের শ্বাসনালীসহ শরীরের ৯০ শতাংশের বেশি পুড়ে গেছে বলেও জানান তিনি।

ডা. সামন্তলাল সেন বলেন, গুরুতর দগ্ধ আরো ২৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দগ্ধদের সর্বোচ্চ চিকিৎসা দেয়ার নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি গভীর শোকও প্রকাশ করেছেন।

যে ২৫ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তাঁরা হলেন ফরিদ (৫৫), শেখ ফরিদ (২১), মনির (৩০), মাইনুদ্দিন (১২), মো. রাশেদ (৩০), নয়ন (২৭), আবুল বাশার মোল্লা (৫১), বাহার উদ্দিন (৫৫), শামীম হাসান (৪৫), জয়নাল (৫০), মো. আলী মাস্টার (৫৫), মো. কেনান (২৪), নজরুল ইসলাম (৫০), রিফাত (১৮), আব্দুল আজিজ (৪০), মিজান (৪০), নাদিম

(৪৫), হান্নান (৫০), আব্দুস সাত্তার (৪০), জুলহাস উদ্দিন (৩০), আমজাদ (৩৭), আব্দুল মালেক (ইমাম) (৬০), কাঞ্চন হাওলাদার (৫০), মামুন (২৩) এবং ইমরান (৩০)।

আর এপর্যন্ত যে ১২ জন মারা গেছেন তাঁরা হলেন মসজিদের মুয়াজ্জিন দেলোয়ার (৪৮), ইব্রাহিম (৪৩), জুনায়েদ (১৭), জামাল (৪০), কুদ্দুস ব্যাপারে (৭২), সাব্বির (২১), হুমায়ুন (৭০), মোস্তফা কামাল (৩৪), জুবায়ের (১৮), জুয়েল (৭) এবং মো. রাসেল (৩৪)। এরমধ্যে জুয়েল, দেলোয়ার ও ইব্রাহিম গতরাতে মারা গেছেন বলে কালের কণ্ঠকে জানিয়েছেন শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসাইন ইমাম।

গতকাল শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) রাত পৌনে ৯টার দিকে নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ফতুল্লার পশ্চিম তল্লা বাইতুস সালাম জামে মসজিদে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র-এসিতে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে গুরুতর দগ্ধ ৩৭ জনকে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়।

সূত্র- কালের কন্ঠ

মসজিদে অগ্নিদগ্ধ আরও এক যুবকের মৃত্যু

নারায়ণগঞ্জ শহরের বায়তুস সালাত জামে মসজিদে গ্যাসের লিকেজ থেকে বিস্ফোরণের ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ আরও এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার বেলা ১১টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থাপিত শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

বিস্ফোরণের ঘটনায় এ পর্যন্ত শিশু ও মুয়াজ্জিনসহ মোট ১২ জনের মৃত্যু হলো। এছাড়া দগ্ধ আরও ২৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক পার্থ শংকর পাল যুগান্তরকে বলেন, সকালে রাশেদ
(৩০) নামে অগ্নিদগ্ধ আরও এক ব্যক্তি মারা গেছেন।

নিহতরা অন্যরা হলেন- মুয়াজ্জিন দেলোয়ার হোসেন (৪৫), সাব্বির (২২), জুয়েল (১৮), জামাল (৪০), জুবায়ের (৭), হুমায়ন কবির (৭০), মোস্তফা কামাল (৩৪), ইব্রাহিম (৪৩), রিফাত (১৮), জুনায়েদ (১৭) ও কুদ্দুস বেপারী (৭০)।

গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে নারায়ণগঞ্জ শহরের পশ্চিম তল্লা এলাকায় বায়তুস সালাত জামে মসজিদে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে অর্ধশতাধিক মুসল্লি দগ্ধ হন।

দগ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে ৩৭ জনকে গুরুতর অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাদের মধ্যে ১২ জনের মৃত্যু হলো।

বিস্ফোরণে মসজিদের ছয়টি এসি পুড়ে গেছে। জানালার কাচ উড়ে গেছে। ফায়ার সার্ভিসের ৫টি ইউনিট ঘটনাস্থলে এসে আধা ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

সূত্র- যুগান্তর

মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার আবু ওসমান চৌধুরী আর নেই

মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব:) আবু ওসমান চৌধুরী (৮৫) মারা গেছেন। ঢাকার সিএমএইচ হাসপাতালে আজ শনিবার সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহে রাজিউন)। আবু ওসমান চৌধুরীর ব্যক্তিগত সহকারী আবুল বাশার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে গত ৩০ আগস্ট আবু ওসমান চৌধুরীকে সিএমএইচ-এ ভর্তি করা হয়।

আবু ওসমান চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধকালে ৮ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার

হিসেবে দায়িত্বপালন করেছেন এবং এসসিএফ’র সহসভাপতি ছিলেন। ‘একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি’র অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন